২০/১০/২০০১

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

২০তম বিসিএসের ফলাফল নিয়ে তদন্ত হতে পারে

পিএসসি ২১তম বিসিএসের ফল আটকে রেখেছে

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ ২১তম বিসিএসের ফলাফল চূড়ান্ত হওয়া সত্ত্বেও পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) গত তিন মাস যাবৎ রহস্যজনক কারণে তা প্রকাশ করছে না। গত জুন মাসের শেষ সপ্তাহেই ২১তম বিসিএসের ফলাফল চূড়ান্ত হয়ে যায় এবং জুলাই মাসের প্রথম দিকে তা প্রকাশ করার কথা ছিল। কিন্তু ঐ সময় আওয়ামী লীগ সরকারের বিদায়ের কারণে পিএসসি ২১তম বিসিএসের চূড়ান্ত উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নাম প্রকাশ না করে তা বিশেষ উদ্দেশ্যে আটকে রাখে। ৩ মাসেরও অধিক সময় অতিবাহিত হয়ে গেলেও পিএসসি আবার আওয়ামী লীগ সরকারের অপেক্ষায় ঐ ফল প্রকাশ করা থেকে এতদিন বিরত থাকে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় এলে বিতর্কিত ২১তম বিসিএসের

২-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

২১তম বিসিএসের ফল আটকে রেখেছে

শেষের পাতার পর

মতোই ২১তম বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের একটি পরিকল্পনা পিএসসি কর্তৃপক্ষের ছিল বলে জানা গেছে। যে কারণে ফলাফল চূড়ান্ত থাকা সত্ত্বেও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আর এই ২১তম বিসিএসের ফলাফল প্রকাশ করা হয়নি। পিএসসিতে কর্মরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী লীগ সমর্থক নীল দলের শিক্ষক নেতাদের নির্দেশেই এই ফলাফল আটকে রেখে কালক্ষেপণ করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। তারা পুনরায় আওয়ামী লীগের সরকার গঠনের ব্যাপারে খুবই আশাবাদী ছিল এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলেই তখন দলীয় প্রভাবে ২০তম বিসিএসের অনুকরণে ২১তম বিসিএসের ফলাফল প্রকাশের সব প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল বলে পিএসসির একটি সূত্র উল্লেখ করেছে। কিন্তু এখন সে সম্ভাবনা তিরোহিত হলেও গোপনে দলীয় প্রার্থীদের খোঁজ-খবর করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। এ অবস্থায় কবে এই ফল প্রকাশিত হবে তা এখনো অনিশ্চিত। তবে নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিলে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই ২১তম বিসিএসের ফল প্রকাশ করা হতে পারে। জানা গেছে, বিএনপির নতুন সরকারের আমলে প্রকাশিতব্য ২১তম বিসিএসের ফলাফলকে বিতর্কিত করার জন্যও বর্তমানে আওয়ামীপন্থী একটি মহল সচেষ্ট রয়েছে।

এদিকে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দলীয়ভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত পিএসসির কতিপয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ যথাসময়ে ২১তম বিসিএসের ফলাফল প্রকাশে নানা টালবাহানা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীরা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন। অহেতুক বিলম্বে ফলাফল প্রকাশের পেছনে তারা এবারও কেলেঙ্কারির আশংকা প্রকাশ করে জানিয়েছেন, মেধার পরিবর্তে ২০তম বিসিএসের মতো দলীয় প্রার্থীদের উত্তীর্ণ করার যে কোন চক্রান্ত প্রতিহত করা হবে। লিখিত পরীক্ষায় তুলনামূলকভাবে কম নম্বরপ্রাপ্ত দলীয়, আত্মীয় বা বিশেষ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষায় অস্বাভাবিক অধিক নম্বর প্রদানের মাধ্যমে পাস করানোর কৌশল থেকে বিরত থাকার আহবান জানিয়ে তারা অবিলম্বে পিএসসি ঘোষিত নম্বরপত্র সরবরাহেরও দাবী জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই ২১তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা শেষ হয়ে যায়। মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্নের পর জুন মাসের শেষেই উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নামের তালিকা চূড়ান্ত হয়। মৌখিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে ইতিপূর্বে আর কখনোই চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশে এত সময় নেয়া হয়নি। পিএসসি ২১তম বিসিএস থেকে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের নম্বরপত্র সরবরাহের ঘোষণা দিলেও এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ১৯৯৯ সালের ১৫ জুলাই সহস্রাধিক পদের জন্য ২১তম বিসিএসের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করার পর এ পর্যন্ত আরও দুটি বিসিএস পরীক্ষাও সম্পন্ন হয়ে গেছে। বর্তমানে ২২তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ মাসের দ্বিতীয়ার্ধে আসছে প্রায় ১২ শতাধিক পদের জন্য ২৪তম বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি। যদিও গত মাসেই ২৪তম বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে পিএসসির সকল কাজকর্ম সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে স্থবির করে রেখেছে। পিএসসি এখনো চলছে অত্যন্ত ঢিমেতালে। সেখানে বর্তমানে তেমন কোন কাজকর্মই হচ্ছে না। বিএনপি আবার ক্ষমতায় আসার প্রেক্ষাপটে পিএসসি কর্তৃপক্ষ বিগত ২০তম বিসিএসের ফলাফল নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছে বলে জানা গেছে। ২০তম বিসিএসের ফলাফল কারচুপি ও প্রকৃত মেধা কোটার বাইরে অন্যান্য কোটায় যাদের অনিয়মতান্ত্রিকভাবে চাকরি হয়েছে তাদের ব্যাপারে নতুন সরকার শিগগিরই একটি তদন্তের ব্যবস্থা করতে পারে।